যারা ডাকে তারা ভুলে যায়

মাই ফেয়ার চৌধুরী

ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

প্রকাশকের কথা

কবিতা—এ শুধু অনুভব নয়, আত্মার অভিব্যক্তি। হৃদয়ের গভীরে জমে থাকা যন্ত্রণাগুলো, স্মৃতির ঘন কুয়াশা, কিংবা আকাঙ্ক্ষার অনুচ্চারিত শব্দ—সবই কবিতার ভাষায় রূপ নেয় এক অনন্ত আর্তিতে। "যারা ডাকে তারা ভুলে যায়" শিরোনামে সাজানো এই একক কাব্যগ্রন্থটি কবি মাই ফেয়ার চৌধুরীর গভীর উপলব্ধি ও সংবেদনশীল হৃদয়ের নির্যাস।
এই গ্রন্থের প্রতিটি কবিতা যেন এক একটি অনুভবের দরজা খুলে দেয়। কখনও স্মৃতির মিছিল, কখনও প্রেমের অনিশ্চয়তা, আবার কখনও বা নিঃসঙ্গতার একাকী আর্তি পাঠককে স্পর্শ করে চলে যায় নিঃশব্দে। কবির কাব্যভাষা কখনও বিমূর্ত, কখনও সরল; কিন্তু প্রতিবারই পাঠকের অনুভব জগতে নাড়া দেয়। বিশেষত, এই সংকলনে বারবার ফিরে আসে বিস্মৃতির ব্যথা—যারা একদিন কাছে ডেকে নিয়েছিল, তারা-ই সময়ের প্রবাহে হয়ে উঠেছে অপরিচিত। এই রকম অমোচনীয় স্মৃতির অভিমান ও দহনই কবির কাব্যরসায়নে এক নতুন মাত্রা এনেছে।

গ্রন্থটির কবিতাগুলো একদিকে যেমন আত্মমুখী, তেমনি অন্যদিকে পাঠককেও নিজের ভেতরে মুখোমুখি দাঁড় করায়। জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, সম্পর্কের ভঙ্গুরতা এবং ভালোবাসার বহুমাত্রিক রূপ এই কাব্যে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। "যারা ডাকে তারা ভুলে যায়" কাব্য সংকলনটি এটি একজন মানুষের নিরব চিৎকার, যা শব্দে রূপ পেয়েছে। পাঠক হৃদয়ে এই গ্রন্থের কবিতাগুলো অনুরণন তুলবে দীর্ঘদিন, হয়তো কোনো একদিন ভুলে যাওয়া ডাকে আবারও মনে করিয়ে দেবে—ভালোবাসা মানে শুধু পাওয়া নয়, গভীর বিস্মৃতিও।

—প্রকাশক,

ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদের অনুপ্রেরণাও ভালোবাসায় কলম ধরার সাহস পাই-

সালাম সৌরভ

শিশু সাহিত্যিক ছড়াকার

অধ্যক্ষ, মেরিট প্লাস স্কুল

কবি নাহিদা আক্তার

চিকিৎসক হোমিওপ্যাথিক

দিপু নিহার

সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা

কবি মিনার বসুনিয়া

ডাইরেক্টর রংপুর মেডিকেল ট্রেনিং স্কুল

কবি রাকা ভট্টাচার্য

(কলকাতা), শিক্ষিকা

আকতার আলী বাচ্চু

ডাইরেক্টর, সাউথ সিটি স্কুল

কাশু, শহিদ, শাহেদ, জাহেদ

রেজাউল, মুকাররম, সাকির

ফাতিমা সনি

সূ|চি|প|ত্র

কেন ডেকে দিলে ৯
অনুভূতির শব্দ ১০
ভুলে গেলে সাগর কন্যা ১১
চাইলে পারতে ১১
বিনা নোটিশ ১২
প্রস্থান ১২
অসম্ভবের প্রতি অসম্ভব টান ১৩
বাস্তব জীবনটা রঙ্গমঞ্চ ১৪
কবিতার শহর ১৫
তুমি যখন আপনি ১৬
স্বপ্নপুরী ১৭
ভাঙ্গনের সৃষ্টি ১৭
দূরের দূরত্ব ১৮
স্মরণে এলে ১৯
শান্তনার কবিতা ২০
কবিতার মঞ্চ ২১
কবিতার নগরী ২২
বৃষ্টি বিহীন আকাশ ২২
স্বীকৃতির সনদ ২৩
ইদানিং ২৪
পরিচয় ২৫
আমি রই আর না রই ২৫
নির্বোধ মন ২৬
অনুভূতির দুয়ার ২৭
ক্ষণিক ২৮
২৯ বিশ্বাসের চিত্র
২৯ ভাঙ্গার শব্দ
৩০ খেয়ালী নেশা
৩১ বুঝেছি বিধায়
৩২ বলছি না
৩৩ পথে হলে দেখা
৩৪ স্বপ্নরা নিয়েছে ছুটি
৩৪ কেন এমন হয়
৩৫ মাত্রা
৩৫ অক্ষর মিছিল
৩৬ ভুলা যায় না
৩৭ কথোপকথন
৩৮ বিষাদের খাম
৩৮ ভালোই হতো
৩৯ সৌন্দর্যের আবরণে
৪০ দেয়াল
৪১ তোমার টানে
৪২ অনুভূতির জানালা
৪৩ সাগর কন্যা
৪৪ তোমাকে নিয়ে লিখব না
৪৫ অদ্ভুত চিহ্ন
৪৬ কবিতার মত
৪৭ হৃদয় পোড়ার গন্ধ
৪৮ কেন ফিরে যায়

শান্তনার কবিতা

শান্তনার কবিতা লিখে কি হবে?
দুটি মন দুটি দিকে গেছে বেঁকে।
শপথের মালা ফেলে দিলে ছুঁড়ে,
কি হবে কবিতায় প্রেমের বীজ বুনে।

ভরসার হাত যদি নেয় গুটিয়ে,
শত হাত বাড়ালেও সাহস হারায়।
আশ্বাসের হাত যদি না রই পাশে,
কলমের আঁচড় কি যায় চুকিয়ে?

প্রেম-প্রণয় ভালবাসা চাষ হৃদয়ে
কি হবে কবিতার পাতায় আঁকন
জীবন পাতার ভাঁজে ভাঁজে ভাঙ্গন।
আশাহত আহত পাখি কাতরায়,
নিরাশার বেদনার বালু চরে।

কবিতার মঞ্চ

বুক সেলফের বই হতে চাইনি,
খোলা পাঠ্য বই হতে চেয়েছি।
যার প্রতি অধ্যায় অধ্যায়নরত,
চেয়েছি সবচেয়ে প্রিয় বই হতে।

দাড়ি কমা সেমিকোলন জানা বই
সূচনা হতে শেষ অব্দি পর্যন্ত।
হয়েছি কবিতার মঞ্চে আবৃত্তি!
আবৃত্তিকার শ্রুতি মধুর করে তুলে—

কখনো কষ্টের ব্যথার কান্নায়,
কখনো আনন্দের প্রাণবন্ত হাসি
কখনো বা তিরস্কারের অট্টহাসি।

তাল লয় উচ্চারণ মাধুর্য করে তোলে
কণ্ঠে তুলে কবিতার বচন ভঙ্গি
কবিতার প্রয়োজনে সুরেলা কণ্ঠী।
চেয়েছি সবচেয়ে প্রিয় বই হতে,
হয়েছি আবৃত্তি মঞ্চের কবিতা।

বলছি না

বলছি না—
পাকা অভিনেত্রী
দক্ষ অভিনয়
এমন ও নয়।
মুখের আড়ালে মুখোশ।

হতে পারে—
কোন জটিলতায়
সাময়িক বিচ্ছেদ
সাময়িক উপেক্ষা।
বা অভিমানী আক্ষেপ
আমায় খুঁজেছো ভরসায়
নির্ভরতার বিশ্বস্ততায়।

এমনি হতে পারে—
সাময়িক মজা নিয়েছো
পরিচয়ের খাতিরে।
সম্পর্কের কারণে,
শূন্যতার একাকিত্বে।
মজা টায় অংশ বিশেষ,
রবে চিরন্তন রেশ
এইতো বেশ!
রবে ছুঁয়ে অনিঃশেষ

হতে পারে—
পরীক্ষা নিরীক্ষক
সাদা পাতা
নাকি কাঁদা মাখা?

কথোপকথন

তোমার কথোপকথন গুলি-
অনুভূতির দুয়ারে কড়া নাড়ে।
কখনো অনুভূতির উদ্যানে-
প্রজাপতির ডানায় উড়ে উড়ে।

তখন কি যে সুখ ছোঁয়া দিন-
মনের আঙিনা জুড়ে।
ঘাসফড়িং হয়ে কত রঙিন স্বপ্ন,
কুড়াতাম তোমায় ঘিরে।

কত স্বপ্ন এঁকেছি দুটি মনে
দুটি প্রাণে গানে গানে।
এখন স্বপ্ন গুলো কুয়াশা ঝাপসা,
ধোঁয়া ধোঁয়া জলে।

কল্প চিত্তে কত সুর গেঁথেছি,
সুর তুলেছি তার তরে।
কবিতার পাতায় পাতায় এঁকেছি,
বর্ণে ছন্দে ছন্দে কাব্যে।

দেয়াল

কেন তুমি হঠাৎ করে এলে?
কেন নয় তবে পুরোটা জুড়ে?
কেন হঠাৎ চলে গেলে উড়ে?
কি ছিল তোমার হৃদয় কনে?

স্বপ্ন এঁকে হৃদয় মন্দির ছুঁয়ে,
মনের ঘরে প্রণয়ী বাতি জ্বেলে।
চোখের পাতায় স্মৃতি রেখে,
একলা করে উদাস করে।

কেন তুমি হঠাৎ করে এলে?
হঠাৎ কেন চলে গেলে উড়ে?
মুক্ত নিশ্বাস নেই তুমি বিনে,
বুকের ব্যাথা চাপা পড়ে ভিড়ে।

এসো তবে মুক্ত আকাশে নীড়ে,
সকল বাঁধা দেয়ার প্রাচীর টুটে।
দুটি প্রাণে সুরের প্রণয়ী তীরে।

অনুভূতির জানালা

কবে নাড়া দিলে অনুভূতির দুয়ারে,
কেউ দেখিতে পাইনি ঘরে বাহিরে।
আজো মন সুর তুলে তোমার টানে,
দূরের কাছের কেউ না জানে।

মন খুঁজে ফিরে সকাল-বিকাল দুপুরে,
উদাস মন ক্লান্ত শরীর ফিরে কুঠিরে।
আজো মন কাঁদে তোমার তীরে,
কেউ ফিরে তাকায় না মোর পানে।

কবে ডাক দিয়েছো ভোরের কোলে,
জাগিনী রবি শুনিনি কেউ ওই ক্ষণে।
আর কোন চোখ ধরে না প্রাণে।

বৈরী হাওয়া জীবন তরীর পানে,
জানালার পানে চেয়ে রই তোমার টানে।
দিন ফুরালে ও এলে না ফিরে তীরে।

Website: www.ichchashakti.com